দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 NOV 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

06 149

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষিত বেকার সমস্যা

বর্তমান বাংলাদেশ সবচেয়ে যে সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে তা হচ্ছে বেকার সমস্যা। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বিশেষ করে বাংলাদেশে বেকার সমস্যা সবচেয়ে বেশী এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোকে তাদের সন্তানদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরুতে হয়। কখনো পরীক্ষার ফিসের জন্য আবার কখনো বই কেনার জন্য জমি বন্ধক অথবা হালের গরু বিক্রির মত ঘটনা এখন আর অস্বাভাবিক নয়। এত ত্যাগ স্বীকারের পর শিক্ষার্থীরা যখন শিক্ষাজীবনের ইতি টেনে চাকরীর সন্ধানে ছুটে তখনি তারা চোখে শর্ষে ফুল ছাড়া আর কিছুই দেখে না। নো ভেকেন্সি কথাটির সাথে তাদের অধিক পরিচয় ঘটে। আই এ, বি এ কিংবা মাস্টার ডিগ্রীর সার্টিফিকেটটা তখন গলার মালা না হয়ে গলার ফাঁস বলেই মনে হয়। আর এই শিক্ষিত বেকাররা চাকরি বা কর্মসংস্থান করতে না পেরে হতাস হয়ে পড়ে। তাই নিরুপায় হয়ে তারা পরে অপরাধ জগতে পা রাখতে শুরু করে। পরিবেশই তাকে বাধ্য করে এ পথের পথিক হতে।

মাঝে মাঝে আমরা নানা আশার বাণী শুনতে পাই। কিন্তু তা শোনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবে এর কোন পরিচয় মেলে না। যেমন আমরা শুনেছিলাম বেকারদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করা হবে। এতে বেকারদের কর্মে নিয়োগ নিয়ে ভাবা হবে এবং প্রশিক্ষণ ও বেকার ভাতা দেয়া হবে এমনি আরো কত কি। শুনতে বড় ভাল লাগে। কিন্তু বাস্তব প্রেক্ষাপটে তার কোন অস্তিত্ব আছে কি? আমাদের দেশে এ ধরণের অনেক শুভ উদ্যোগই আর্থিক আনুকূল্য এবং প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও সহযোগিতার অভাবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। "বিশ্ববিদ্যালয় কর্ম সংস্থান" নামে পরিবহনের ব্যবস্থা ছিল তাও নাকি বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে সবার মনোযোগ ও সরকারের সজাগ দৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, আমাদের দেশের জটিল সমস্যা— বেকার সমস্যা প্রতিরোধের প্রয়োজন এ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশী করে দেখা দিয়েছে।

—ফারুক হাছান

মহিলাদের স্বতন্ত্র মাদ্রাসা

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এ দেশের জনগণ কমবেশী সকলেই ইসলামী শিক্ষার আদর্শে বিশ্বাসী। এ বিশ্বাসের ফলেই এখানে হাজার হাজার মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব গড়ে উঠেছে। পবিত্র কোরআন ও হাদীসে নর-নারী উভয়ের উপর প্রয়োজনীয় ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের প্রতি জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। শুধু তাগিদই নয় বরং নবী করিম (সঃ) সকল নর-নারীর উপরে প্রয়োজনীয় ইসলামী শিক্ষা অর্জনকে ফরজ করে দিয়েছেন। এ দেশে অপরাপর শিক্ষার জন্য বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পুরুষদের ইসলামী শিক্ষার জন্য রয়েছে মাদ্রাসা কিন্তু দুঃখজনক হলেও একথা স্বীকার করতে হয় যে, নারীদের ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের বিশেষ করে উচ্চ ইসলামী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। নারী সমাজকে কোরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলার কোন ব্যবস্থাই এ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। এইটি সার্বিকভাবে আমদের ধর্মীয় কর্তব্য অবহেলা ছাড়া কিছু নয়। বস্তুতঃ এদিকে লক্ষ্য রেখেই দেশের সচেতন ইসলাম-চিন্তাবিদ, জ্ঞানী-গুণীদের বিরাট এক অংশ নারীদের ইসলামী শিক্ষাদানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ কারণে দেশে মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। তাই প্রত্যেক উপজেলায় উচ্চ আবাসিক মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা না করলেও অন্ততঃ প্রত্যেক জেলায় একটি উচ্চ আবাসিক মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা একান্ত জরুরী। সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে এ সুমহান লক্ষ্য অর্জনে আশু উদ্যোগ গৃহীত হওয়া উচিৎ। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

—মোঃ মোবারক হোসেন ভুঁইয়া